কাজী শামসাদ শিখা

সৃজনশীল প্রশ্ন

তারিখ: ০৪/০৬/২০
শ্রেণি:৬ষ্ঠ
বিষয়: বাংলা ১ম
(অমর একুশে)
লেকচার: ২
শিক্ষক: কাজী শিখা

১.

অনুচ্ছেদগুলো পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

i. ইটের মিনার
ভেঙেছে ভাঙ্গুক! ভয় কী বন্ধু, দেখ একবার আমরা জাগরী চার কোটি পরিবার।

ii. জ্বলে-পুড়ে মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।

ক. ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত কত তারিখে নেওয়া হয়?

খ. ২৬শে জানুয়ারি ঢাকায় ছাত্রসমাজ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে কেন বুঝিয়ে লেখ।

গ. প্রথম উদ্দীপকটি 'অমর একুশে' প্রবন্ধের কোন দিকটিকে প্রকাশ করছে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. দ্বিতীয় উদ্দীপকটি যেন ভাষা-আন্দোলনকারীদের মনোভাবকেই ধারণ করে—বিশ্লেষণ কর।

১নম্বর প্রশ্নের উত্তর

(ক)

২১ শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ৪ঠা ফেব্রুয়ারি।

কাজী শামসাদ শিখা

(খ)

'উদুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'-২৬শে জানুয়ারি খাজা নাজিমউদ্দিনের এই ভাষণ শুনে ছাত্রসমাজ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের উপর নানা ভাবে শোষণ করতে থাকে। এক পর্যায় বাংলা ভাষার প্রতিও আঘাত হানলো বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে করতে চাইলো রাষ্ট্রভাষা।এলক্ষে খাজা নাজিমউদ্দিন ১৯৫২ সালের ২ শে জানুয়ারি ঢাকায় এক অধিবেশনে ভাষণ দেন যে, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। তখন এদেশের ছাত্রসমাজ এটি মেনে নিতে পারেনি ফলে তারা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে।

(গ)

প্রথম উদ্দিপকটি 'অমর একুশে' প্রবন্ধের ভাষা আন্দোলনকারীদের স্মরণে ২৩ শে ফেব্রুয়ারি নির্মিত শহিদ মিনারটি ধ্বংস করার দিকটি প্রকাশ করে।

'অমর একুশে' প্রবন্ধের রাষ্ট্রভাষা বাংলা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হল তার ইতিহাস সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ভাষার দাবিতে ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি মিছিলে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন এদেশের ছাত্রজনতা। তাদের স্মরণে ২৩ শে ফেব্রুয়ারি শহিদ মিনার তৈরি করা হলে পুলিশ তা ধ্বংস করে দেয়।

উদ্দিপকে আমরা দেখতে পাই যে ইটের মিনার ভাঙাতে ভয় পেতে নিষেধ করেছে কারণ, এদেশের কোটি মানুষই ভাষার ব্যাপারে জাগ্রত। তারা এদেশের শহিদদের রক্ত বৃথা যেতে দিবে না। অমর একুশে প্রবন্ধেও আমরা এই দিকটি দেখতে পাই।

(ঘ)

"দ্বিতীয় উদ্দিপকটি যেন ভাষা আন্দোলনকারীদেরই মনোভাবকেই ধারণ করে"-উক্তিটি যথার্থ/সত্য।

'অমর একুশে' প্রবন্ধে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যদায় প্রতিষ্ঠা করতে বাঙালি জাতি নানা রকম বাধার সম্মুখীন হয়েছে। এদেশের

কাজী শামসাদ শিখা

ছাত্রজনতা তদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। হয়েছেন । তারপরও তারা সব বাধা কে অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে গিয়েছে।

দ্বিতীয় উদ্দিপকেও আমরা একই মনোভাব দেখতে পাই। সেখানেও কবি বলেছেন যে,আমাদের উপর যতই বাধা বিপত্তি আসুকনা কেন আমরা অন্যায়ের কাছে মাথা নত করবো না। আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জনে সামনে এগিয়ে যাব।

'অমর একুশে' প্রবন্ধে ভাষা আন্দোলনকারীরা নানা অত্যাচার সহ্য করেছেন তবুও তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থেকেছেন। আর এই প্রতিবাদী মনোভাবটি আমরা দ্বিতীয় উদ্দিপকে দেখতে পাই। অতএব আমরা বলতে পারি যে উক্তিটি সত্য/যথার্থ।

****পাঠ্যবই চারুপাঠের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ২ নিজে নিজে করবে।

অনুধাবন প্রশ্ন:

১. পাকিস্তান সরকার ১৪৪ ধারা জারি করেছিল কেন? ব্যাখ্যা কর।
২. শহিদ মিনার কেন নির্মিত হয় ? ব্যাখ্যা কর।
৩. 'সর্বদলীয় কর্মপরিষদ' গঠন করা হয় কেন?
৪. "এত বড় শোকযাত্রা ঢাকায় তখন পর্যন্ত আর কোনদিন হয়নি"-ব্যাখ্যা কর।
৫. 'সরকার বস্তুতপক্ষে অচল হয়ে পড়ে'-কেন ?